নারীকণ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের মুখপত্র

জুন ২০০৬

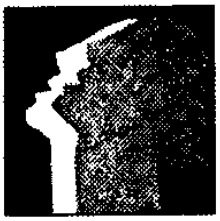

সম্পাদকীয়

১লা জুন গেলো বিশ্ব শিশু দিবস। এই দিনটি শুধুমাত্র ক্যালেন্ডারে চিহ্নিত চব্বিশ ঘণ্টার একটি আহ্নিক দিবসমাত্র নয়। এটি সমাজ ও সভ্যতার বিশ্বপরিক্রমার ক্ষেত্রে একটি প্রতীকী দিবসও বটে। সারা বৎসর সমাজের সর্বস্তরে আলোচনার ও চিন্তনের যোগ্য বিষয়টি যাতে বৎসরে অন্ততঃ একদিনও আলোচনা ও চিন্তনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে, প্রদীপের তলার জমাট বাঁধা অন্ধকার একবারের জন্য হলেও দৃষ্টির আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তারজন্য প্রতীকী দিবস পালনের মধ্য দিয়ে কিছু অংশের মানুষ বৃহদংশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার, তাদের চিন্তিত করার, মনোযোগী করার এই প্রয়াস গ্রহণ করেছে। এই প্রয়াস বহুলাংশে অসফল হয়েছে একথাও যেমন বলা যাবে না। তেমনি সার্বিক সফলতা লাভ করেছে তাও যথার্থ নয়। মোটকথা আংশিকভাবে হলেও শিশুদিবসে শিশুর অবস্থান, তাদের অধিকার, তাদের প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য ও দায়িত্ব, সর্বোপরি শিশুর অধিকারকে মানবিক অধিকার হিসাবে মেনে নেওয়া এগুলি নিয়ে যে আলোচনা, আলোড়ন, পরিকল্পনার বাতাবরণ তৈরি হয় তার কিছু কিছু সুফল এবং প্রভাব অবশ্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে মূল কথা হচ্ছে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষার সম্প্রসারণ এই বিষয়গুলি শিশুর সামগ্রিক জীবনের উপরে এত প্রভাবশালী যে, এইসব বিষয়ে বাস্তব কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করতে পারলে শিশুর অধিকার রক্ষা বা তার জীবনের ও অবস্থার পরিবর্তন কোনোটাই সম্ভব হবে না।

১৯৭৮ সালকে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ হিসাবে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর অধিকারকে মানবাধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে একটি শিশুর অধিকারের আন্তর্জাতিক দলিল তৈরি হয়। বিশ্বের বহুবিধ রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারত রাষ্ট্র ও সেই দলিলের স্ব-পক্ষে স্বাক্ষর করে।

এই দলিলে শিশুর খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার, বিনোদন ও খেলাধুলার অধিকার যেমন স্বীকৃত আছে, তেমনি তার পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তাবিধান, হিংসা ও নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তিবিধান ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়দায়িত্বের কথাও বলা আছে। পরিবারের ক্ষেত্রে ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রমদানে বাধ্য না করা ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কেও দলিলে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে।

সর্বোপরি শিশুকে একজন সু-শিক্ষিত, সু-শৃঙ্খল ও দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য রাষ্ট্রকে তার অভিভাবক হিসাবে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার দিকে নজর দিতে বলা হয়েছে। দলিলটি একটি ঐতিহাসিক দলিল এবং শিশুর জীবনে রক্ষাকবচও বটে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, স্বাক্ষরকারী দেশ হয়েও এখনও বহু রাষ্ট্র যার মধ্যে আমাদের দেশও আছে যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা থেকে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দান করতে অপারক বা উদাসীন।

এই উদাসীনতার ভুরি ভুর দৃষ্টান্ত আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে। সমসময়ে বিশ্বের যাবতীয় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা। দূর দূর দেশ থেকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে অপব্যয় করে হাজারে হাজারে মানুষ যাচ্ছে বিশ্বকাপের খেলা দেখতে দোকানে দোকানে ফুটবলের সম্ভার। সাজে-পোষাকে উন্মাদনায় ফুটবল আর ফুটবল। মানুষ এখন ফুটবল পাগল, রাত জেগে কাজ কামাই করে দেখছে শুধু ফুটবল।

গোটা ব্রহ্মাণ্ড এখন একটি গোল বৃত্তে বুঁদ হয়ে আছে—তা হল ফুটবল।

অথচ এই ফুটবল বৃত্তের পিছনে কত শিশুর শ্রম, ঘাম এবং বেদনা জমা হয়ে আছে তা কিন্তু অনেকেই জানে না। সম্প্রতি Global March against child labour নামে একটি নাগরিক সংস্থা দিল্লীতে এই ফুটবল তৈরির কাজে যুক্ত এমনই ২০টি শিশুকে উপস্থিত করেছিলেন। সকলেই জানেন এই ফুটবল তৈরির কাজে পাকিস্তান এবং ভারত এই দুই রাষ্ট্রের হাজার হাজার শিশু নিযুক্ত আছে। ভারতে উত্তরপ্রদেশের মীরাট এই ফুটবল তৈরির জন্য খ্যাত।

ভারত বিশ্বকাপ ফুটবল না খেললেও ভারতের এই অঞ্চল থেকে প্রতিনিয়ত বিশ্ববাজারে ফুটবলের যোগান যায় এবং তার কারিগর হচ্ছে ৬-১৪ বৎসরের শিশুরা।

১০ হাজারেরও বেশি শিশু জলন্ধর এবং মীরাটে এই কাজে যুক্ত। এইসব শিশুরা তাদের পরিবারের লোকদের সঙ্গে একত্রে অথবা কখনও আলাদাভাবে এই কাজ করে। এর জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করে প্রতি বল পিছু তাদের রোজগার হয় ৫ টাকা, পরিবারের সঙ্গে একত্রে কাজ করলে এ টাকাও তাদের হাতে আসে না। এর ফলে অনেক শিশুরই দ্রুত দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। আঙ্গুলের মাথাগুলি সেলাই করতে করতে ফাটাফুটি হয়ে যায়। পিঠ কুঁজো হয়ে যায়। এইসব শিশুরা যখন কাজের চাপ থাকে, তখন রাত জাগে, কিন্তু এরা কখনও খেলা দেখে না বা এদের জীবনে খেলা করার কোন সময়ও নাই। কিন্তু এদের অভিভাবকেরা দারিদ্রের কারণে শিশুদের এই কাজে নিযুক্ত হতে বাধ্য করে এবং বাধ্য হয়। রাষ্ট্র এদের অভিভাবক হিসাবে আইনের সুরক্ষা দিতে পারে না। তাহলে এদের ভবিষ্যৎ কি শুধুই অন্ধকার—আন্তর্জাতিক দলিল কী শুধুই একটি কাগজের লেখা।

শিশুদিবসে এদের কথা ভাবলে মন উদ্বেল হয়ে ওঠে। অথচ সমাধানের যথার্থ পথে পৌঁছানো বড়ো কঠিন।

শিশুদিবসে বর্তমান সমাজের এক বৃহদংশের শিশুর নানাবিধ সমস্যা আলোচনার আসরে উঠে আসবে এবং উঠে এসেছে। কিন্তু মূল জায়গাটা তাঁর পরিবারের অভাব ও দারিদ্র্যে জায়গাকে আড়ালে রেখে কোন সমাধান সূত্রে পাওয়াই সম্ভব নয়। স্বল্প পরিসরে এই কথা বলেই এই বিশ্ব সমস্যাকে আলোচনার জন্য উন্মুক্ত রাখছি।

যশোধরা বাগচী *সভানেত্রী*
১৬৭, যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৬৮
দূরভাষ : ২৪৭৩-২৭৯৬

রমা দাস *সহ সভানেত্রী*
৯/২এ, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯, দূরভাষ : ২২৪১-৩১১৭

ভারতী মুৎসুদ্দি *সদস্য*
৪৮/১০, সুইস পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৩৩
দূরভাষ : ২৪২৪-৫০৫৪

ভগবতী মণ্ডল *সদস্য*
গ্রাম : নং ৬, চরাবিদ্যা
পোঃ অঃ : চরাবিদ্যা, থানা : বাসন্তী
জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সর্বাণী ভট্টাচার্য *সদস্য*
৫০/১, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩১, দূরভাষ : ২৪১৫-৫১১০

শ্যামশ্রী দাস *সদস্য*
গ্রাম ও পোঃ অঃ : সুবর্ণপুর
জেলা : নদিয়া-৭৪১ ২৪৯
দূরভাষ : ৯৫৩৪৭৩-২৩৩৫২৮

গৌরিকা ঘোষ *সদস্য*
৭, মধুসূদন বিশ্বাস লেন, হাওড়া-১
দূরভাষ : ২৬৫০-১১৩৮

দেবযানী সেনগুপ্ত (দেব) *সদস্য*
মানিকতলা গভঃ হাউসিং এস্টেট,
ব্লক-E, ফ্ল্যাট নং-৮, কলকাতা-৭০০ ০৫৪
দূরভাষ : ২৩৫৫-৪৩০৯/৬৬০০

শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু *সদস্য*
গ্রাম : খিরিট্টা
পোঃ অঃ : পোরাই-চাঁচরা, থানা : তপন
জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর

শ্রীমতী উমা বসু *সদস্য*
২৬সি, ড. বীরেশ গুহ স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরভাষ : ২২৪০৪৮৩৬

শৈলজানন্দ হালদার *সদস্য সচিব*

[মহিলা কমিশনের প্রাক-আইনি পরামর্শদান সেল সোমবার থেকে শনিবার ১১টা—৫টা খোলা থাকে। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো মহিলা লিখিত আকারে অভিযোগ ও অন্যান্য প্রমাণাদি সহ যোগাযোগ করতে পারেন।]

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন
১০, রেইনি পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন : ২৪৭৫ ১৩২৪/২৪৭৪ ৫৬০৯
ফ্যাক্স : ২৪৭৪০৫৬০৯
ই-মেল : wbcw@vsnl.net.
ওয়েবসাইট : www.wbcw.org

স্বপ্ন ও শপথ

(বিশ্বশিশু দিবস, ২০০৬)

আমি নাকি ছোট্ট মেয়ে
কেন মা তবু এত কাজ
ভাই কে দেখা, বাসন মাজা
আরো কত ফুট্ ফরমাজ।

খেলাধূলা পড়াশুনো
এসব বুঝি নয় আমার,
আমার শুধু কাজের বোঝা
খেত খামার আর কারখানার!

যাবো আমি ইস্কুলে মা
খাতা পত্তর বই নিয়ে
কত কি যে শিখব আমি
দেখবে তুমি অবাক হয়ে।

করবো না আর এসব কাজ মা
জানবো আমি বাইরেটাকে
ছোট্ট আমার হাতের মুঠোয়
ধরবো আমি আকাশটাকে।

গৈরিকা ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গে মাতৃত্ব যেন বিপন্মুক্ত হয়

সভানেত্রী জানাচ্ছেন—পশ্চিমবঙ্গে প্রতি দু'ঘণ্টায় একজন মা মারা যান সন্তান প্রসবের কারণে তাই এ রাজ্যে মাতৃত্বকে নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন ইউনিসেফের সহায়তায়। যেহেতু এই সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন জনগণের মধ্যে। সেই উদ্দেশ্যে সদ্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই সমস্যার কিছু তথ্য, উপযুক্ত তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে পৌঁছে দেবার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে একটি সহায়িকা। ইউনিসেফের অনুদানে এই মহিলা কমিশনের জন্য এই সহায়িকা প্রস্তুত করেছেন শ্রীমতী রাজ্যশ্রী দাশগুপ্ত ও শ্রী অতনু ঠাকুর। প্রকল্পটির রূপায়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানাচ্ছেন শ্রী অতনু ঠাকুর ঃ

নিরাপদ মাতৃত্ব—এই বিষয় নিয়ে সরকারি এবং বেসরকারি স্তরে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে অনেক আগেই। মাতৃত্বকে নিরাপদ করার লক্ষ্যে সরকারি স্তরে প্রথমে CSSM নামক বৃহত্তর প্রকল্প RCH (Reproductive and Child health)-এর সঙ্গে মিশে যায়। RCH প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রকল্প যা রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে কার্যকরী করে। এই প্রকল্পটির প্রথম পর্যায়ে শেষ হয়েছে ২০০৫ সালে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে এই কাজ রূপায়িত হলেও এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান।

মা-এর স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে এই প্রকল্প কতকগুলি নির্দিষ্ট কাজের বিষয় চিহ্নিত করে। যে বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করা হয় সেগুলি সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) প্রাক্ প্রসব, (২) প্রসবকালীন এবং (৩) প্রসব পরবর্তী।

প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণে আমরা যাব না, খালি এটুকু বলে রাখা দরকার যে RCH প্রকল্প যে বিষয়গুলির উন্নতি বিধানের জন্য চিহ্নিত করে সেগুলি সম্পূর্ণভাবেই চিকিৎসা ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়ায় যে যদি চিকিৎসা ও প্রযুক্তির ঐ সমস্ত ক্ষেত্রগুলির উন্নয়ন ঘটানো যায় তাহলেই মাতৃত্বকে নিরাপদ করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ নিরাপদ মাতৃত্বের বিষয়টিকে RCH প্রকল্প কেবলমাত্র চিকিৎসা ও প্রযুক্তিগত সমস্যায় পরিণত করে। এই প্রকল্প রূপায়নে পঃ বঃ মহিলা কমিশন এই নিরাপদ মাতৃত্বের উপরোক্ত ধারণাটিকে আঘাত করে এবং দেখায় যে নিরাপদ মাতৃত্বের বিষয়টি একটি সামাজিক বিষয়। সমাজের বিভিন্ন উপাদানগুলি যেমন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, পুরুষতান্ত্রিকতা, গার্হস্থ্য হিংসা, কুসংস্কার এইসবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাতৃত্বকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন নিরাপদ মাতৃত্বের এই বিষয়টিকে একটি বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে সংস্থাপিত করে।

চিকিৎসাশাস্ত্র, চিকিৎসার পরিকাঠামো, তাঁর জন্য ব্যয়বরাদ্দ, প্রযুক্তি—এগুলো যেহেতু সামাজিক বিষয়ও সেহেতু এগুলো নিরাপদ মাতৃত্বকে প্রভাবিত করেই অর্থাৎ বিষয়টি চিকিৎসা ও প্রযুক্তিগত সামান্য তো বটেই কিন্তু শুধুই তাই নয়। মঃ কঃ নিরাপদ মাতৃত্বে এই বিষয়টিকে একটি সংকীর্ণ বাতাবরণ থেকে মুক্ত করে একটি বৃহত্তর আঙ্গিনায় নিয়ে আসে। ফলে নিরাপদ মাতৃত্ব অর্জনের লক্ষ্যে সমাজের এক সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন ভীষণভাবেই জরুরি। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি হয়ত কিছুটা স্পষ্ট হবে।

এটা এখন আমাদের সকলেরই জানা যে আমাদের এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীরা বিভিন্নভাবে বঞ্চিত এবং নির্যাতিত। এখনও আমাদের সমাজে বিবাহযোগ্য বয়সের আগেই বাবা মা শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেন কন্যাদায়মুক্ত হবার জন্য। পণপথার বিভীষিকা সমানে ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরা বিয়ের পরেই যখন সন্তানের জন্ম দেয় তারা থাকে অন্য ওজনের; তার মধ্যে কন্যাশিশুরা পুষ্টি এবং যত্নও পায় কম। এটা প্রমাণিত যে এখনও আমাদের সমাজে নারীরা প্রয়োজনের তুলনায় কম খাবার পাওয়ার থেকে তৈরি হয় অপুষ্টি। এবার সেই নারী যখন মা হতে যাচ্ছে তখনই সেই অপুষ্টিকে বহন করে নিয়ে আসছে। এও দেখা গেছে মা হওয়ার প্রাক্কালেও সে কম খাবার পাচ্ছে। শেষ বেলায় মেয়েদের খাওয়ার যে প্রথা প্রচলিত আছে যা চরম পুরুষতান্ত্রিকতার নিদর্শনতার ফলেই এটা ঘটছে। এই অপুষ্টি বা প্রয়োজনীয় খাবার না পাওয়া নারীটিকে খালি কতকগুলো ওষুধ খাওয়ালেই বা কোনো সরকারি হাসপাতালে তার প্রসব হলেই তা নিরাপদ হবে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই।

সামগ্রিকভাবে এ লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা না গেলে নিরাপদ মাতৃত্বে লক্ষ্যপূরণ সম্ভব নয় কোনোভাবেই। এভাবেই পঃবঃমঃক আরও সামাজিক বিষয়কে সামনে নিয়ে এসেছে এবং বলতে চেয়েছে যে মাতৃত্বকে নিরাপদ করার দায়িত্ব সামগ্রিকভাবে এ সমাজের। শুধুমাত্র চিকিৎসাবিজ্ঞানের নয়, বা প্রযুক্তির নয় বা চিকিৎসার সঙ্গে জড়িত কিছু ডাক্তার এবং সরকারি অফিসারের নয়, এ দায়িত্ব আমার, আপনার সকলের এবং স্বাভাবিকভাবে এ দায়িত্বের গুরুভার বর্তাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উপর। আপামর জনসাধারণকে এই লক্ষ্যে সঠিকভাবে চালনা করার দায়িত্ব অবশ্য তাদের নিতে হবে। সেই কথা মাথায় রেখেই পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন এই প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে নিরাপদ মাতৃত্ব অর্জনের লক্ষ্যে কতকগুলি দিক নির্দেশের চেষ্টা করেছে।

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ

৫ই জুন "পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ দিবস" পালিত হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশই সুষ্ঠ সামাজিক পরিমণ্ডল ও সুস্থ সংস্কৃতির জন্ম দেয়।

দূষণ রোধ করতে গেলে দূষিত হওয়ার কারণগুলি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। দূষণের কারণের মধ্যেই অন্তর্নিহিত থাকে দূষণ প্রতিরোধ করার পদক্ষেপ। অতিরিক্ত ধোঁয়া আকাশ করছে ধূসর, বাতাসকে ভারী করে তুলছে। বাতাস ভারী হওয়ার কারণ অতিরিক্ত মাত্রায় কার্বন গ্যাসীয় অবস্থায় থাকা। এছাড়া তাকে কিছু রাসায়নিক ক্ষুদ্র কণা যা প্রতিনিয়ত রসায়ণের কণা আঘ্রাণের সঙ্গে পাকস্থলীতে গিয়ে পাকযন্ত্রকে ব্যাধিগ্রস্ত করে তুলছে। বাড়ি ও কলকারখানা বর্জ্য পদার্থের স্তূপ গঙ্গায় পড়ে গঙ্গার দূষণ বাড়াচ্ছে এবং গঙ্গার মাটি না কাটানোর ফলে গঙ্গা নাব্যতা হারাচ্ছে। রাস্তায় যত্রতত্র

আবর্জনা ফেলার জন্য, জলের ব্যবহার স্বাস্থ্যসম্মত না হওয়ার জন্য মশা, মাছি বাহিত রোগের প্রকোপ বাড়ছে এবং বাতাসে ঘুরে বেড়ানো ধূলিকণার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন ভাইরাস যার প্রকোপে জন্ম নিচ্ছে ব্যাধি।

শহরভিত্তিক সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে নির্বিচারে, যাতে কমে যাচ্ছে বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা। পরিমণ্ডল হারাচ্ছে বাতাসের ভারসাম্যতা। বৃষ্টির মাত্রা কমে যাচ্ছে। চাষের জমি সরসতা হারাচ্ছে, বাতাস আর্দ্রতা হারাচ্ছে, পরিমণ্ডলে উত্তাপ ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছে। বর্ত্তমানে পলিব্যাগ ব্যবহার পরিবেশের উপর এক ভয়াবহ দূষণ সৃষ্টি করছে যা পয়প্রণালী ব্যবস্থাকে অকেজো করে দিচ্ছে। যার ফলশ্বরূপ বর্ষার জল পথে জমে থাকছে।

এতো গেল দূষণের প্রাকৃতিক দিক, অপর দিক হল স্বাধীন দেশের নাগরিকবৃন্দ নিজেদের অবিমিশ্রকারিতার কারণে দৃশ্যদূষণ ও ব্যাধি সৃষ্টি করছে। কফ, থুতু, মলমূত্র ত্যাগ করে আবহাওয়াকে জীবাণুমুক্ত করা।

পরিমণ্ডল যে মাত্রায় শব্দ সহ্য করতে পারে তার তুলনায় বহুগুণ বেশি শব্দ পরিমণ্ডলে ছড়ালে তা শ্রবনেন্দ্রিয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করে ও স্নায়ুতন্ত্রের উপর বিক্রিয়া ঘটিয়ে শ্রবনেন্দ্রিয় ও স্নায়ুতন্ত্রকে দুর্বল করে। মানসিক প্রশান্তি ও প্রশান্তি নষ্ট করে।

আজকের নতুন প্রযুক্তির সেলফোনের টাওয়ার মাত্রাতিরিক্ত তেজস্ক্রিয়তা বিকিরণ করছে যা জীবনী শক্তির উপর প্রভাব ফেলতে পারে, এই আশঙ্কায় আতঙ্কিত ও সংশয়ান্বিত বিজ্ঞানীমহল।

দূষণকে প্রতিরোধ করতে প্রথাগত ও নীতিগতভাবে নাগরিকবৃন্দের করণীয় কর্তব্য—

১। কলকারখানার বর্জ্যপদার্থ গঙ্গায় ফেলার পরিবর্তে পুনর্বার সামগ্রী করে তোলার দিকে নজর দেওয়া দরকার।

২। একটি গাছ কাটলে দুটি গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ সবুজায়নের পথে হাঁটতে হবে, যা অক্সিজেনের মাত্রা বাতাসে ধরে রেখে বাতাসে ভারসাম্যতা বজায় রাখবে।

৩। গাড়ি, জ্বালানী ও কলকারখানার ধোঁয়া যাতে বাতাসকে ভারী করে তুলতে না পারে তার দিকে নজর দিতে হবে।

৪। কোনোভাবে জল জমতে দেওয়া যাবেনা যাতে মশা, মাছি বংশবৃদ্ধি করে ব্যাধির সৃষ্টি করতে পারে। রাষ্ট্রকে দায়িত্ব নিতে হবে মশা মাছি প্রতিহত করার।

৫। জলাধার বুজিয়ে ইঁট কাঠ সাজানো বন্ধ করতে হবে। কারণ মনে রাখা দরকার পরিবেশের ভারসাম্যতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন তিনভাগ জল, একভাগ স্থল।

৬। স্বাস্থ্যসম্মত জলের ব্যবস্থা করা দরকার ও গঙ্গার নাব্যতা বাড়ানোর প্রয়োজন তাতে গঙ্গার স্রোত বৃদ্ধি পাবে।

৭। প্রয়োজনে পলিব্যাগ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করে পয়োপ্রণালীকে সচল রাখা দরকার যাতে বর্ষার জমা জল রোগবর্ধক না হয়ে ওঠে।

৮। বেতার টাওয়ারের ক্ষেত্রে সেই দুরত্ব ও উচ্চতা বজায় রাখা প্রয়োজন যাতে তেজস্ক্রিয়তা জীবজগৎকে আক্রান্ত করতে না পারে। পরিশেষে বলা যায় নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যবোধের সঙ্গে পরিবেশ সম্বন্ধে ধারণা, দূষণ ও দূষণ দূরীকরণ সম্বন্ধে সম্যক সচেতন হওয়া এবং অপরকে সচেতন করতে পারার মধ্য দিয়েই সুস্থ, স্বাস্থ্যকর, দূষণহীন পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য সফল হবে।

ডঃ রমা দাস

তদন্ত সংবাদ ঃ দার্জিলিঙ

১৩/৬/০৬-এ মহিলা কমিশনের সহ সভানেত্রী ডঃ রমা দাস, সদস্যা প্রফেসর গৈরিকা ঘোষ ও প্রফেসর উমা বসু ও শ্যামশ্রী দাসদার্জিলিঙের পুনম সারদা কেসের সুয়োমোটো তদন্ত ও প্রস্তাবিত শিলিগুড়ির ফ্যামিলি কোর্টের পরিদর্শনে যান।

১৪/৬/০৬-এ বিকাল ৩টার সময় ডি.এম এ.এসপি দার্জিলিং ডি. এস ডব্লু সমাজ কল্যাণ এবং স্থানীয় বিশিষ্ট অফিসিয়ালদের সঙ্গে পুনম সারদা ও তাঁর অভিভাবকসহ ডি. এম. অফিসে বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আলোচনার সময় 'পার্বত্য মহিলা আয়োগ' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রথম দার্জিলিং-এ নথিভুক্ত ডাউড়ী ডেথ্ সংক্রান্ত কেসের নথী মহিলা কমিশনের হাতে তুলে দেন। মহিলা কমিশন শিলিগুড়ি থেকেই তাদের কাজ শুরু করেছে। বলা প্রয়োজন ঘটনাটির মূল স্থান শিলিগুড়ি।

১৫/৬/০৬-এ শিলিগুড়িতে ১টার সময় প্রস্তাবিত ফ্যামিলি কোর্টের স্থান পরিদর্শনে যাওয়া হয়। বিকাল ৩টার সময় এ. ডি. এম, এ. এম. পি., ডি.এস.ডব্লু ও C.D.P.O-র সঙ্গে আলোচনায় বসা হয় এবং দার্জিলিঙএ পাওয়া কেস সম্বন্ধে তদন্ত শুরু করা হয়।

ডঃ রমা দাস

গ্রামীণ সচেতনতা ও স্বনিযুক্তি পাঠক্রমের তৃতীয় বর্ষ পূর্তি—একটি রিপোর্ট

সম্প্রতি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগ আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে রাজ্য মহিলা কমিশনের সভানেত্রীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ বক্তব্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক স্বতন্ত্র ধরনের সমাজমনস্কতা গড়ে তুলতে পেরেছে। অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছিল "গ্রামীণ সচেতনতা ও স্বনিযুক্তি পাঠক্রমের" তৃতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে। এই পাঠক্রমটি পরিচালনার দায়িত্বে আছেন সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপিকা ও পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সদস্যা দেবযানী সেনগুপ্ত।

এই পাঠক্রমের উদ্দেশ্য হল ঃ

পরিবর্তিত গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্পের সাহায্য নিয়ে কিভাবে স্বনির্ভর হয়ে ওঠা যায় সে সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ।

১। কৃষিতে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য কৃষি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে পরামর্শ প্রদান।

২। সমবায় ও এন. জি. ও গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৩। সমীক্ষা পরিচালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া।

রাজ্য সরকারের State Institute of Panchayats and Rura Development, এই পাঠক্রমটির সহযোগী সংস্থা। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের Adult Education Centre, SHIS., CINNI, CARE, HRLN, ও বিজ্ঞান মঞ্চের মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং এন. জি. ও প্রতিনিধিরা এখানে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন ও ছাত্রছাত্রীদের সমাজসেবামূলক কাজে উৎসাহিত করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের WEBREDA, Forest Development Corporation, State Cooperative, HDFC এর প্রতিনিধিরাও পাঠক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষাদান করেছেন। এছাড়া NABARD, UBI-এর অফিসাররা ঋণ গ্রহণের খুটিনাটি ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি, বোটানি ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপকরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপকরা সমাজ ও সামাজিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া ছাড়াও বিজ্ঞানসম্মত সমাজ সমীক্ষা পরিচালনার প্রশিক্ষণ দান করেন।

সম্প্রতি CNN-IBN প্রচারিত পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন সমীক্ষাটি করেছেন এই পাঠক্রমের ছাত্র ছাত্রীরা। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রাক্তন ছাত্র ও সহকারি পরিচালক সুপ্রিয় বসু। তাকে সাহায্য করেছেন এই বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র প্রদীপ স্বর্ণকার।

এছাড়া ছাত্র ছাত্রীরা নিয়মিতভাবে Centre for Studies in Social Sciences, DFID, CSDS (Delhi), Institute of Public Health and Hygiene ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সমীক্ষার কাজ করেছে। এবং স্বনিযুক্ত প্রকল্পে সাফল্যের সাথে কাজ শুরু করেছেন। এমনকি বিভিন্ন সংস্থায় তারা নিজেদের যুক্ত করতে পেরেছেন।

দেবযানী সেনগুপ্ত

গ্রামীণ সচেতনতা ও স্বনিযুক্তি পাঠক্রমে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের ভাষণ

Rural Awarness and Self Employment এই দুটো জায়গায় যদি নারীর অধিকার দিয়ে পাকাপোক্ত না কথা হয় তবে আমাদের গ্রাম সমাজ শরৎবাবুর সময়ের পল্লীসমাজের থেকে বেশিদূর এগোবে না। খুব দুঃখের কথা সমাজ অনেক ব্যাপারে খুব এগোলেও কিছু মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয়নি। আমি মনে করি না নারীবাদ লিঙ্গ নির্ধারক। নারী নারীবাদী হতে পারে পুরুষ নারীবাদী হতে পারে আবার মেয়েরাও পুরুষতান্ত্রিক হতে পারে। আসলে যেখানে গিয়ে লড়াই করার প্রশ্ন উঠছে সেখানে নারী-পুরুষকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। কারণ লিঙ্গ কেবল নারী এবং পুরুষ নয়। লিঙ্গ হল নারী এবং পুরুষের সম্পর্ক। আজ সকাল থেকে বোধ হয় অর্মত্য সেনের প্রভাবেই সামর্থ কথাটা বারবার এসেছে। Capability নিয়ে অর্মত্য সেন ও মার্থা নুমরাজনের লেখা আপনারা পড়েছেন। যার বিশেষ্য রূপ সমর্থ। কিন্তু সমর্থ বা 'সোমর্থ' কথাটি মেয়েদের ক্ষেত্রে এসে তার মর্যাদা হারিয়ে ব্যবহৃত হয় বিয়ে না হওয়া মেয়েদের বোঝাতে। অর্থাৎ সমাজ তার জায়গাটা নাবিয়ে দিয়ে তাকে অকেজো প্রতিপন্ন করছে। এটাই হল প্রথম লড়াই এর জায়গা।

যেসব গ্রামীণ বাংলার মেয়েরা জেগে উঠছে, যাদের আত্মচেতনা জাগ্রত হচ্ছে তাদের সামর্থের লড়াই-এ সবাইকে শামিল হতে হবে। আমরা দেখি দেশজুড়ে Literacy চলছে। গত ৩০ বছরে দারুণ Enrolment হয়েছে কিন্তু যেই Primary শেষ হচ্ছে সেই মেয়েদের Drop out বাড়ছে। কারণ Secon-dary School গ্রামের কাছেই নেই। Distance-এর দোহাই দিয়ে তাদের আর পাঠানো হচ্ছে না কারণ insecurity বলতে খুব লজ্জা হয় যে পরিবার যে দূরত্বে মেয়েকে ডালপুরী আনতে পাঠাচ্ছে সেই পরিবার সেই দূরত্বের স্কুলে পাঠাতে পারছে না security-র দোহাই দিয়ে। আবার এটাও ঠিক আমরা গ্রামে এখনও মেয়েদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারিনি। সেই নিয়ে রোজ আমার সঙ্গে পুলিশের বকাঝকা চলে। কিন্তু এটা শুধু পুলিশের কাজ নয়, আমাদের সকলের কাজ, কারণ গ্রামীণ জীবন বিশ্বায়নের প্রভাবে যখন অর্থনৈতিক ভাবে ভেঙে পড়ে তখন তার প্রভাব মেয়েদের ওপরেও পড়ে। তখন আর Security দিয়ে মেয়েদের সে কাজগুলি স্বাধীনভাবে করতে দেওয়া হবে না। বিশেষ করে যখন ধামাকাগুলি হয় তখন মেয়েগুলিকে ভাড়া করে নিয়ে যাওয়া হয় entertain করবার জন্য। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে তো media আর বাজার মুখিয়ে আছে মেয়েদেরকে তানিস্কের গয়না পড়িয়ে বিয়ের বাজারে যথোপযুক্ত করার জন্য। বিজ্ঞাপন 'গোরি হ্যায় তো healthy হ্যায়'—অর্থাৎ ফর্সা হলেই স্বাস্থ্যবতী হবে। এভাবেই আমাদের মেয়েদের মান ক্রমশঃ নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এখানেই এই কোর্সের মেয়েদের একটা অঙ্গীকার করে বেরোতে হবে যে যেখানেই স্বনিযুক্তি বা স্বনির্ভরের কাজ করুক যেন মাথা উঁচু করে নাগরিক অধিকারে বেঁচে থাকে। মাতৃত্বই মেয়েদের একমাত্র সার্থকতা—এই ধারণা যেন বদ্ধমূল না হয়। আমি অনেককে জানি যারা মা হয়নি বা বিয়ে না ক'রে একা আছে এবং দিব্যি ভালো আছে। আসলে আমাদের মেয়েদের ওপর তিন ধরনের খাড়া নেমে আসে। এক অপরিণত বয়সে বিয়ে যা ঐ Security-র অভাব থেকে জন্ম নেয়। বাবা-মা মনে করে মেয়েকে বিয়ে দিতে পারলে দায়মুক্ত হওয়া যাবে। এটা বোঝাতে হবে। প্রাপ্ত বয়স্ক না বলে কিছুতেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া যাবে না। এটা পুরুষদেরও বোঝাতে হবে। কারণ তারা না থাকলে তো বিয়েগুলো হতো না। মেয়েদের ওপর দ্বিতীয় খাড়া হল পণপ্রথা। সেই কবে মালিনী স্নেহলতার গান বেধেছিল। ১৯১৭ সালে বাবার ঋণের জন্য মেয়েটি আত্মহত্যা করে, তখন কাগজগুলোতে খুব তুলকালাম হয়। সেই নাটক নিয়ে আমরা যাই যৌতুক বিরোধী প্রচারে। আর প্রথম যে খাড়া অপ্রাপ্তবয়সে বিয়ে তা পণপ্রথা দিয়ে Justify করা হয়। বলা হয় বয়স বেশি হয়ে গেলে বেশি পণ লাগবে। আর তৃতীয় খাড়া হল পাচার। বাংলার বর্ডার এলাকাগুলিতে মেয়েদের নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে পাচার করা হয়। একনম্বর বিয়ে, যৌতুকহীন বিয়ে, পরিবারের লোকরা এত relaxed হয়ে যায় মেয়েটি কোথায় গেল সেই খোঁজও রাখেনা, ১৩ মিনিটের একটি ছবি আছে 'ঐল বইল শৈল'। যদি পারেন এই কোর্সে দেখানোর ব্যবস্থা করবেন। এই পাচারের ঘটনা শুধু যে বিয়ের প্রলোভনে তা নয় কাজের নাম করেও পাঠানো হয়। ৪৭-এর তৈরি বর্ডারগুলোকে কাজে লাগিয়ে ক্রমাগত মেয়েদের পাচার করা হয়। এখানেই এই কোর্সের ছেলেমেয়েদের খুবই সচেতনভাবে কাজ করতে হবে। গ্রামের কোনো মেয়ে যদি স্কুলছুট হয়, গ্রামের যদি কোনো মেয়েকে বাইরে কাজের জন্য কেউ নিয়ে যায় তাহলে পঞ্চায়েত আছে সেখানেই যেন খবরটা পৌঁছে যায়। এখানেই সেই সচেতনতার প্রয়োজন। কিছু না জেনে একটা অন্ধকার প্রক্রিয়ার প্রলোভনে পড়া এই অন্ধকার বলতে আমি শুধু যৌনতার স্খলন বুঝি না। আমি শ্রমের অপব্যবহারও বুঝি। এই যৌনতা আর শ্রমের অপব্যবহার আমার কাছে সমান অপরাধ, আমরা দেখছি কার্ড আছে এমন Agency দিল্লী নিয়ে যাচ্ছে। খুব চেনাজানা লোকেরাই তাদের যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছে! কিন্তু আদতে সেই কোম্পানীটাই হয়ত নেই। এটা তোমাদের খুব নজরে রাখতে হবে। এই তিনটি স্থানীয় সমস্যার কথা বললাম।

গ্রামীণ সচেতনতা ও স্বনিযুক্তি পাঠক্রমে তৃতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন : মহিলা কমিশনের সদস্যা ডঃ দেবযানী সেনগুপ্ত, মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন মহিলা কমিশনের সভানেত্রী ডঃ যশোধরা বাগচী, আই. ডি. এস.-কের ডিরেক্টর ডঃ অমিয় বাগচী ও অন্যান্যরা।

আর দুটি বড়ো জায়গায় আন্তর্জাতিক স্তরে আমাদের সরকার সই করেছে। একটা হচ্ছে CEDAW। যে সনদ বলছে যে নারীর ওপর সমস্ত বৈষম্যের বিরুদ্ধে কাজ করা। এই Rural Awarness এবং Self Employment এই দুটো জায়গাতেই এই বৈষম্য সব থেকে বেশি কাজ করে এই সমাজে ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজের একটা Rate থাকে, WBCS দের Rate থাকে। IAS দের Rate থাকে বিয়ের বাজারে। এই সমাজে আমরা কেন বাস করব। ইচ্ছে করে না সব গুড়িয়ে দিতে। এখানেই এই কোর্সের বলার জায়গা সবশেষে সমবায় একটা পোস্টার আছে ১ + ১ = ১১। অর্থাৎ একতাই হল বল। এখানেই এই কোর্স যদি টাকার পুঁজিকে সামাজিক পুঁজিতে পরিবর্তনের হদিস দেয় তবেই আগামী দিনে এর প্রসার বাড়বে। সামাজিকভাবে যদি এই কোর্সে মেয়েদের অধিকারের বিষয়টিতে জুড়ে না দেওয়া যায় তবে এর দিশ অনেকটা হাতের বাইরে চলে যাবে।

অনুলিখনে সুপ্রিয় বসু

মণিপুরে ধর্ষণের ঘটনার তদন্তে জাতীয় মহিলা কমিশন—একটি রিপোর্ট

মণিপুরের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে দুটি ছোট্টো গ্রাম। পারবুং ও লংথলিয়েন। প্রধানত হ্মার উপজাতিগোষ্ঠীর বাস এই গ্রামদুটিতে। গত দশ বছর ধরে বিভিন্ন উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর কার্যকলাপের ফলে প্রশাসনিক পরিকাঠামো সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়েছে এই অঞ্চলে। বিদ্যুৎ নেই, জলের অভাব, রাস্তাঘাট অতি দুর্গম। হাসপাতাল নেই। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ, পুলিশ স্টেশনে কনস্টেবল নেই। বড়বাবু এবং এস.ডি.ও জেলাশহর চুড়াচাঁদপুরে গিয়ে থাকছেন, টেলিফোনের লাইন নেই। চুড়াচাঁদপুর থেকে পাহাড় পেরিয়ে দুদিন লেগে যায় পারবুং পৌঁছতে।

এই দুটি গ্রামে ঘাঁটি গেড়েছিল ইউ.এন.এল.এফ ও কে.সি.পি এই দুই উগ্রপন্থী গোষ্ঠী। কয়েকমাস ধরে জবরদস্তি করে গ্রামবাসীদের বাড়িতে আশ্রয় নিচ্ছিল তারা। তাদের খাবারদাবার খেয়ে নিচ্ছিল। হুকুমজারি করছিল নানা অন্যায় দাবিতে। 'জুম' চাষের জমিতে মাইন পুঁতে রেখে গ্রামবাসীদের চাষের কাজ বন্ধ করেছিল। গোটা গ্রাম ছিল তাদের নজরবন্দি। অত্যাচার চরম ওঠে এ বছরের জানুয়ারি মাসে। ৬ জানুয়ারি ও ১৬ জানুয়ারি রাত্রে তারা পারবুং এবং লুংথুলিয়েনের সমস্ত মানুষকে গ্রামের মধ্যে একটি খোলা জায়গায় বন্দুক দেখিয়ে জড়ো করে তাদের প্রচণ্ড মারধোর করে, আর সবশুদ্ধ প্রায় ২৫টি মেয়েকে—যাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অপ্রাপ্তবয়স্ক—তাদের ধর্ষণ করে বা তাদের ওপর নানা যৌন অত্যাচার করে। বন্দুকের কুঁদো আর চ্যালাকাঠ দিয়ে তাদের অনেককে প্রচণ্ড প্রহারও করা হয়। এর পরেই গ্রামে এসে পৌঁছয় সেনাবাহিনী তারা উগ্রপন্থীদের কয়েকজনকে খতম করে, বাকিরা পালায়। পারবুং ও লুংথুলিয়েনে এখন সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে, কিন্তু প্রহৃত ও ধর্ষিতদের চিকিৎসা, শুশ্রূষা ও সুবিচারের যে ব্যবস্থাগুলি হওয়া দরকার ছিল তার কিছুই হয়নি। ধর্ষণের সংবাদই পাওয়া গেছে অনেক পরে, মেয়েরা একে একে লজ্জা কাটিয়ে মুখ খোলার পরে। প্রথম কেসটি গৃহীত হয়েছে যখন, তখন পনেরো দিন কেটে গেছে। সুতরাং ডাক্তারি পরীক্ষাও ফলপ্রসূ হবার কথা নয় তখন। যে গ্রামবাসীরা গ্রাম ছেড়ে মিজোরামে পালিয়ে গিয়েছিল, তাদেরও ফিরিয়ে আনার কোনো ব্যবস্থাই হয়নি। এই পরিস্থিতিতে নিত্য আতঙ্কের পরিবেশে খাদ্যাভাবের কালো ছায়া মাথায় নিয়ে দিন কাটাচ্ছে দুটি গ্রাম। রাজ্যসরকার অবশেষে এপ্রিল মাসে এক সদস্যের একটি কমিশন গঠন করেছে ধর্ষণের ঘটনার তদন্ত করার জন্য। কিন্তু গ্রামের মানুষের রাজ্যসরকারের ওপর কোনো ভরসা নেই।

জাতীয় মহিলা কমিশনে এই খবর পৌঁছনোর পরে আমি ঘটনাটির ওপর একটি স্বতন্ত্র তদন্ত করার উদ্দেশ্যে ঘটনাস্থলে যাই। আইজলের দিক থেকে পারবুং পৌঁছতে আমাদের একদিন সময় লেগেছিল, তুইভাই নদীর ওপর সেতু ভেঙে যাওয়ার ফলে গাড়ি নিয়েই নদী পার হতে হয়। আমার সঙ্গে ছিলেন হ্মার মহিলা ও ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরা এবং মণিপুর ও মিজোরামের কয়েকজন আধিকারিক। এস.ডি.ও সাহেব আমার সঙ্গে এসে আবার আমার সঙ্গেই মণিপুর ফিরে গেলেন। অনুবাদকের মাধ্যমে ২১জন ধর্ষিতা বা লাঞ্ছিতা মেয়ের বয়ান নেওয়া সম্ভব হয়েছিল আমার পক্ষে। তাদের বয়ান থেকে তাদের শারীরিক-মানসিক ক্ষয়ক্ষতির কিছু আঁচ পাওয়া যাচ্ছিল। স্কুলের মেয়েরা বলেছিল তারা আবার স্কুলে যেতে চায়, স্বাভাবিক হতে চায়, কিন্তু লজ্জা ও আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারে না। প্রহারের ক্ষতও এখনও অনেকের মিলায়নি। আশ্চর্যের বিষয়, যে এতদিনেও ন্যূনতম চিকিৎসার সুযোগও মেলেনি বেশির ভাগ মেয়ের। কারো কারো পরিবারের লোকেরা রয়ে গেছে মিজোরামের উদ্বাস্তু শিবিরে।

মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের কাছে জাতীয় মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে তাদের পুনর্বাসনের দাবি, সুবিচারের দাবি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। অবহেলিত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অভিমান থেকে গোটা রাজ্যে যে ক্ষোভের পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে, তার নিরসনে পদক্ষেপ তো প্রধানত রাজ্যসরকারকেই নিতে হবে। রাষ্ট্রীয় মহিলা কমিশন বর্ষার শেষে এই মেয়েদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে নিয়ে এলাকায় একটি শিবির করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু তাদের মানসিক ক্ষতের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে কবে তারা সুস্থ নির্ভয় জীবনে ফিরতে পারবে কে জানে?

ডঃ মালিনী ভট্টাচার্য

বিদ্যামুন্সীর বই ঃ In Retrospect

বর্ষীয়ান সাংবাদিক এবং রাজ্য মহিলা কমিশনের প্রাক্তন সদস্যা বিদ্যা মুন্সীর দীর্ঘ ছয় দশকের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখিত ইংরেজি রচনাবলীর একটি সংকলন সম্প্রতি কলকাতার 'মণীষা' গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বইটির নাম In Retrospect : War-time Memories and Thoughts on Women's Movement.

মুম্বাই-এর এক জাতীয়তাবাদী গুজরাতি পরিবারের কন্যা বিদ্যা মাত্র ১৮ বছর বয়সে ইংলন্ডে ডাক্তারি পড়তে গিয়ে পড়া ছেড়ে যুদ্ধের ছাত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। কমিউনিস্ট রাজনীতিতে সেই যে তাঁর চলা শুরু তা আজও নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলছে।

উপরোক্ত গ্রন্থের প্রথম অংশে সংকলিত হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার ইতিহাস বিজড়িত স্মৃতিচারণ এবং যুদ্ধ পরবর্তী দুই বছরের আন্তর্জাতিক যুব ও নারী সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছাত্র উৎসবে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয় অংশে আছে আশির দশকে লেখিকার কিউবা, ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া ও বাংলাদেশে বিভিন্ন সম্মেলনে ভারতী মহিলা ফেডারেশনের প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণের বর্ণনা। তৃতীয় অংশে সংযোজিত হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে লেখিকার নানা ভাবনা ও বক্তব্য, বিশেষ করে রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্য হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতা। রাজ্য মহিলা কমিশন প্রকাশিত Status of Women রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গে গত তিন দশকে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে দীর্ঘ অংশটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। সংকলনের শেষ অংশে রয়েছে বিদ্যা মুন্সীর সঙ্গে ড. সমিতা সেনের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। ২৭২ পাতা, শক্ত মলাটের এই গ্রন্থটির বিক্রয় মূল্য ২৫০ টাকা। রাজ্য মহিলা কমিশন থেকে ২০০ টাকায় পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের অভিযোগ ও প্রাক্ আইনি পরামর্শদান কেন্দ্রের প্রতিবেদন

সারা বৎসর ধরে আমরা বহু অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করে চলেছি, বহু অভিযোগের মধ্যে থেকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা উল্লেখ করা হল—

(১) শ্রীমতী গুড্ডী রায়—আবেদনকারিনী থ্যালাসেমিয়ার রুগী। মা মারা যাবার পর বাবা আরেকটি বিবাহ করেন, তারপর থেকে আবেদনকারিনীর উপর অত্যাচার শুরু হয়। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন।

আবেদনকারিনী যখন দরখাস্ত দেন তখন তাকে মাসে একবার রক্ত নিতে হত, বর্তমানে তা মাসে তিনবার হয়েছে।

কমিশনের হস্তক্ষেপে সপ্তাহে ১০০/- টাকা, ঔষুধ ও প্রয়োজনীয় খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু উক্ত টাকা বাবা ঠিকমত জমা দেননা। তখন বাধ্য হয়ে পুলিশ মারফত নোটিশ করা হয়।

বাবা মাদকাসক্ত ফলে কোন দায়িত্ব পালন করেন না।

আমরা জানিনা এইভাবে কতদিন আবেদনকারিনীকে পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো? তবুও আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত।

(২) ঝুমুর নস্কর ঃ জয়নগর থানার সাব ইন্সপেকটর স্বরূপপ্রকাশ ধারা তার কোয়ার্টারে আবেদনকারিনীকে ধর্ষণ করে, প্রাণনাশের হুমকি দেন। উক্ত ঘটনার তিনমাস পরে উক্ত হুমকিকে উপেক্ষা করে মহিলা কমিশনে দরখাস্ত করেন।

উক্ত দরখাস্তকে জরুরী ভিত্তিতে আরক্ষা আধিকারিক জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ও মহানির্দেশককে, সি. আই. ডি. কে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠানো হয়।

উচ্চ পুলিশ আধিকারিকরা স্বত্বর উক্ত সাবইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে ধারা ৩৭৬ আই.পি.সি মতে মামলা রুজ্জু করেন এবং আসামী গ্রেপ্তার হয়ে বর্তমানে জেল হাজতে আছে।

বর্তমান আই.জি, সি.আই.ডি, ডি.আই.জি. প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ ও বর্দ্ধমান রেঞ্জ প্রত্যেকেই কমিশনের সঙ্গে খুবই সহযোগিতা করছেন এবং উনাদের সহযোগিতায় বহু মহিলা আইনের আশ্রয়ে যেতে পারছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

(৩) **চৈতালী প্রামাণিক ঃ** আবেদনকারিনী গত ১৯৯৮ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর থেকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার শুরু হয়। নির্যাতনের মাত্রা বাড়লে বাপের বাড়িতে আশ্রয় নেন। আবেদনকারিনী সুষ্ঠু পরিবেশে স্বামীর সাথে সংসারের আশায় কমিশনের দ্বারস্থ হলে, কমিশনের হস্তক্ষেপে উভয়পক্ষ একত্রে সংসার করছেন এবং ভালো আছেন বলে কমিশনকে জানান।

(৪) **রিঙ্কু ঘোষ রায় ঃ** আবেদনকারিনী ৭ বছর আগে শ্রী রায়ের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের সময় যৌতুক হিসাবে নগদ ৫০,০০০ টাকা, ৫ ভরি গহনা ও অন্যান্য সামগ্রী দেওয়া হয়। পরবর্তীতে আরও অর্থের জন্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চলতে থাকে। বাধ্য হয়ে আবেদনকারিনী বিষয়টি থানাকে জানালে গত ১১.১.২০০৪ থানায় আপোষ মীমাংসা বৈঠক হয়। কিন্তু পরবর্তীতে অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে থাকে, ফলস্বরূপ আবেদনকারিনীকে শ্বশুরবাড়ি থেকে অত্যাচার করে তাড়িয়ে দিলে সমাধানের আসায় কমিশনের দ্বারস্থ হন। আবেদনের ভিত্তিতে কমিশন থেকে উভয়পক্ষের সাথে যৌথ আলোচনায় তিনবার বসা হয়। আলোচনাতে আবেদনকারিনী জানান ওনার পক্ষে স্বামীর সাথে একত্রে সংসার করা সম্ভব নয়। কমিশনের মধ্যস্থতায় আবেদনকারিনী এবং অপরপক্ষ এককালীন ১ লক্ষ টাকা, স্ত্রীধন ফেরতের মাধ্যমে আপোষ বিবাহবিচ্ছেদে রাজী হন।

(৩) **মহঃ আলি ঃ** আবেদনকারির কন্যা শ্বশুরবাড়িতে ননদ ও স্বামীর দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে দুই পুত্র সহ বাবার বাড়িতে আশ্রয় নেন। কমিশন থেকে বারংবার উভয়পক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসা হয়। আলোচনাতে উভয়পক্ষ সুষ্ঠুভাবে সংসার করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কমিশনের হস্তক্ষেপে আবেদনকারির কন্যা পুত্রদের নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে সংসার করছেন। বিষয়টি বর্তমানে কমিশনের তত্ত্বাবধানে আছে।

(৪) **সীমা নস্কর ঃ** আবেদনকারিনী গৃহশিক্ষকের সাথে মেলামেশা করার পর মন্দিরে বিবাহ করেন। এরপর সন্তান জন্মায়। কিন্তু স্বামী কোন খোঁজ খবর নেন না। পরবর্তীতে স্বামী বিবাহ করেন এবং আবেদনকারিনীর সাথে বিবাহ অস্বীকার করেন। আবেদনকারিনী কোর্টে ভরণপোষণের মামলা করেন। কোর্ট রায় দেন আবেদনকারিনী কোন ভরণপোষণ পাবেন না এবং বিবাহটি প্রমাণসাপেক্ষ। আবেদনকারিনী আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে কোর্টে আর অগ্রসর হতে পারেননি। এমতাবস্থায় সমস্যা সমাধানের আশায় কমিশনের দ্বারস্থ হন। কমিশন থেকে বারংবার যৌথ আলোচনায় বসা হয়। আলোচনাতে অপর পক্ষ বিবাহ স্বীকার করেন। কমিশন থেকে পুত্রের ভরণপোষণ বাবদ মাসিক ৫০০ টাকা ধার্য করা হয় এবং আবেদনকারিনীর সাথে সংসার অন্যথায় আপোষ বিবাহ বিচ্ছেদের প্রস্তাব দেওয়া হয়। উভয়পক্ষ আলোচনাতে ১ লক্ষ টাকার বিনিময়ে আপোষ বিবাহ বিচ্ছেদে রাজী হন। বর্তমান কমিশন মধ্যস্থতায় উভয়পক্ষ আলিপুর কোর্টে আপোষ বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করেছেন।

১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত আগত অভিযোগের পরিসংখ্যা

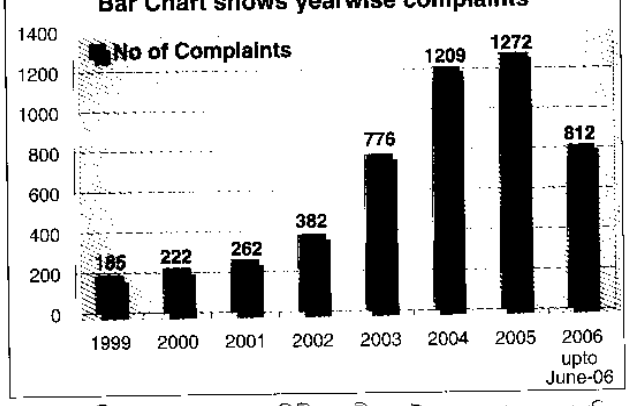

(৭) **মিনু রায় ঃ** আবেদনকারিনীর স্বামী ও দুই ছেলের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে বর্তমানে বড়ো ছেলের বাড়িতে আশ্রয় নেন। স্বামী কোন খোঁজখবর নেননা। আবেদনকারিনী স্বামীর বাড়িতেও থাকার আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হন। এমতাবস্থায় আবেদনকারিনী কমিশনের দ্বারস্থ হলে কমিশন থেকে আবেদনকারিনীর স্বামীকে মাসিক ১০০০ টাকা দেবার কথা বলা হয়। আবেদনকারিনী কমিশনের মাধ্যমে ভরণপোষণ পাচ্ছেন।

বর্তমানে পরামর্শদাতাদের পরামর্শদান ব্যতীত আন্তঃরাজ্য ও আন্তঃজেলা সংযোগকারি হিসাবেও দায়িত্ব পালন করতে হয় এবং পরামর্শদাতাদের নিরলস প্রচেষ্টায় বিভিন্ন সাফল্যের ফলে নিপীড়িত অসহায় মহিলা ও শিশুদের কাছে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

গোপা মজুমদার ও কৌশিক সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগার সম্পর্কে কিছু কথা

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা ১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাসে। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগার মহিলা কমিশনের সমস্ত ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারকে আমরা এবার একটু নতুন আঙ্গিকে দেখতে চাইছি। আমাদের রাজ্যের মহিলাদের নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে। যেমন—গার্হস্থ্য নির্যাতন, পণের জন্য অত্যাচার, বিতাড়ন, অবৈধ সম্পর্ক, ধর্ষণ, নারী পাচার, স্বামীর দ্বারা প্রতারণা, বঞ্চনা, কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা, গৃহবধু হত্যা, মহিলাদের বর্হিজগতে এবং সাংসারিক জগতে সংগঠিত বা অসংগঠিত বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ইত্যাদি। সমস্যাক্লিষ্ট মহিলাদের নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করতে এবং মহিলাদের সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন ধরণের উপকরণ নিয়ে হাজির এই গ্রন্থাগার। অল্প লেখাপড়া জানা সমস্যাক্লিষ্ট মহিলাদের জন্য এই গ্রন্থাগারে আছে—বাংলা ভাষায় খুব সহজভাবে লেখা বিভিন্ন ধরনের আইনের বই ও অন্যান্য বই, বিভিন্ন ধরনের পোষ্টার, মহিলা ও শিশু বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রের ক্লিপিংস, বিভিন্ন N.G.O. বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা—কারা কী ধরনের কাজ করছে, কী তাদের ঠিকানা তার হদিশ।

আমি এটাই বলতে চাইছি—তথাকথিত ধারণা হল গ্রন্থাগার শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবীদের জন্য, নীতি নির্ধারকদের জন্য, গবেষকদের জন্য। এই ধারনা থেকে একটু সরে এসে বলতে চাইছি—যদিও মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগার একটি গবেষণামূলক গ্রন্থাগার, সঙ্গে সঙ্গে এটাও সত্যি, অতি সাধারণ মানুষ যাঁরা খুব সামান্য পড়াশোনা জানেন, তাঁদের জন্য এই গ্রন্থাগারের দরজা খোলা আছে। এছাড়া গ্রন্থাগারে একজন সিনিয়র গ্রন্থাগারিক তথা রিসার্চ অফিসার এবং জুনিয়র গ্রন্থাগারিক আছেন, যাঁদের কাছে সাহায্য চাইলে তারা সবসময়ে এঁদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত।

এইবার বলি, গবেষক ও নীতি নির্ধারক বন্ধুদের জন্য কী আছে এই গ্রন্থাগারে। তাঁদের জন্য আছে—মহিলাদের ও শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, অগ্রগতি, মহিলাদের ক্ষমতা সংস্থাপন বিষয়ে বিভিন্ন পুস্তক ও প্রকাশনা, বিভিন্ন রাজ্য ও জাতীয় মহিলা কমিশনের রিপোর্ট, মহিলা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনের বই ও প্রকাশনা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবী বিদ্যাচর্চা, বিভিন্ন গবেষণা ও বিভিন্ন সমীক্ষার প্রকাশনা, শিশু ও মহিলাদের উপর ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার রিপোর্ট ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য—কমিশনের কাজের সাথে সাযুজ্য থাকায়

আইনের বই এর উপর এই গ্রন্থাগারে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ও আছে বিভিন্ন পুস্তিকা, সংবাদপত্রের ক্লিপিংস, পোষ্টার ইত্যাদি, যা গবেষক, আইনজ্ঞ এবং পরামর্শদাতাদের বিশেষভাবে সাহায্য করে।

আমাদের গ্রন্থাগারে গ্রন্থ নির্বাচনের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়। মোটামুটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে আমরা প্রাধান্য দিয়ে থাকি। যেমন—শিক্ষা (Education), রাজনীতি (Politics), অর্থনীতি (Economics) আইন (Law), পুলিশ (Police),সংস্কৃতি (Culture),স্বাস্থ্য (Health), নারী নির্যাতন (Violence), যৌন হেনস্থা (Sexual Harassment), পণপ্রথা (Dowry), নারীপাচার (Trafficking), ধর্ষণ (Rape), অপরাধ (Crime), জনসংখ্যা নীতি (Population), মানবাধিকার ও নারীর অধিকার (Human rights and Women's right) নারী আন্দোলন (Women's movement), মুসলিম মহিলা (Muslim women), মহিলা ক্ষমতায়ন (Women's empowerment), গণমাধ্যমে মহিলা (Media) উপজাতি মহিলা (Tribal Women), পঞ্চায়েত ও স্বনির্ভর দল CEDAW ইত্যাদি।

এছাড়া গবেষকদের গবেষণার কাজে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট, বিভিন্ন সেন্সাস রিপোর্ট, সি. ডি. ও ডাটাসীট ক্রয় করা হয়েছে।

কারা মূলতঃ এই গ্রন্থাগারের পাঠক—মূলতঃ এই গ্রন্থাগারের পাঠক হলেন—

কমিশনের মাননীয় সভানেত্রী, কমিশনের সদস্যরা, কমিশনের প্যানেলিষ্ট আইনজ্ঞরা ও কমিশনের সরকারি আধিকারিক ও কমিশনের কর্মচারীরা। এছাড়াও আছেন বিভিন্ন গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা, বিভিন্ন NGO-র সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা, বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক, অধ্যাপিকারা, বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা। এই প্রসঙ্গে একটি ব্যাপার উল্লেখ্য, এশিয়াটিক সোসাইটির বিভিন্ন রিসার্চ স্কলার, বিভিন্ন ল' কলেজের ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এড কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের আভ্যন্তরীণ প্রজেক্টের কাজে এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করে থাকেন।

এই গ্রন্থাগারের পরিষেবা পাওয়ার জন্য কী করতে হবে ? শুধুমাত্র একটি আবেদনপত্র পূর্ণ করতে হবে। কোনরকম entry fee লাগবে না। ছয় মাসের জন্য তারা এই গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। পরবর্তী সময় আরো পড়াশোনা করতে চাইলে কার্ডটি রিনিউ করা হয়। তবে গ্রন্থাগারের সভানেত্রী ও সদস্যা, মহিলা কমিশনের প্যানোলিষ্ট আইনজ্ঞ ও কমিশনের সরকারি আধিকারিক ও কমিশনের কর্মচারী ব্যতীত অন্য কারো কাছে বই ইস্যু করা হয় না। তবে যাঁরা এখানে পড়তে আসেন তাঁরা পান Xerox করার সুবিধা।

অনেক সময়ই বাইরে থেকে দূরভাষের মাধ্যমে পাঠকেরা গ্রন্থাগার সংক্রান্ত নানাধরনের প্রশ্ন করেন যেমন—এই বিষয়ে কোনো বই আছে কিনা, বই থাকলে কিছু বই এর নাম। কোন সময় প্রশ্ন হয় ২০০৩ সালে মহিলাদের উপর অত্যাচারের পরিসংখ্যানের রিপোর্ট, আবার কোনো সময় প্রশ্ন আসে—কোনো একটি বিশেষ বই এর প্রকাশক (Publisher) কারা ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ধরনের রেফারেন্স সংক্রান্ত প্রশ্ন। এছাড়া আছে গ্রন্থাগার কবে কবে কখন খোলা থাকে ? কোথায় মহিলা কমিশনের অফিস, এছাড়া নারীকণ্ঠ সংক্রান্ত প্রশ্ন, মহিলা কমিশনের বিভিন্ন প্রকাশনা সংক্রান্ত প্রশ্ন ইত্যাদি। এইসব প্রশ্নের উত্তরই গ্রন্থাগারিকরা হাসিমুখে দূরভাষের মাধ্যমে দিয়ে থাকেন।

যখন পাঠকেরা গ্রন্থাগারে আসেন—''Right document to the right user at the right time'' এই মন্ত্রকে মাথায় রেখেই গ্রন্থাগারিকরা তাদের পরিষেবা দিয়ে থাকেন। এই গ্রন্থাগারে পুস্তক ও অন্যান্য সংগ্রহ বিভিন্ন সমীক্ষার কাজে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এই ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

পাঠকেরা যাতে নির্বিঘ্নে যথাযথভাবে তাদের গবেষণার কাজ করতে পারেন তাই এই গ্রন্থাগারের পরিসর বৃদ্ধি করা হয়েছে। Rules and Regulations অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। গ্রন্থাগারে পরিষেবা বাড়ানোর জন্য মাসের প্রত্যেক শনিবার সরকারী ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থাগার খোলা রাখার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে পাঠকদের কাছ থেকে অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছে।

কমিশনের গ্রন্থাগারে বর্তমানে ১০টি সংবাদপত্র নিয়মিতভাবে আসে। স্টেটস্‌ম্যান, টেলিগ্রাফ, টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, হিন্দুস্তান টাইমস্, আনন্দবাজার, আজকাল, বর্তমান, প্রতিদিন, কালান্তর ও গণশক্তি। এই সংবাদপত্রগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর সংবাদপত্রের ক্লিপিংস রাখা হয়। যেমন—(১) আইন ও মহিলা, (২) মহিলাদের ওপর অত্যাচার ও নিগ্রহ, (৩) মহিলাদের জীবিকা ও স্বনির্ভরতা, (৪) মহিলাদের শিক্ষা, (৫) শিশু ও মহিলাদের স্বাস্থ্য, (৬) রাজনীতিতে মহিলা, (৭) মহিলা ও সংস্কৃতি, (৮) প্রচার মাধ্যমে মহিলা, (৯) জনসংখ্যানীতি ও মহিলা, (১০) অপরাধ ও মহিলা।

এই গ্রন্থাগারে সংবাদপত্রের ক্লিপিংসের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে মহিলা কমিশন, মহিলাদের উপর অত্যাচারের বা শ্লীলতাহানির যে খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে সেই খবরের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজন হলে স্বতঃপ্রণোদিত (সুয়োমোটো) মামলা দায়ের করে থাকেন, যেটি মহিলা কমিশনের কাজকর্মের অন্যতম পদক্ষেপ।

এর আগে আমরা জানিয়েছিলাম—কমিশনের গ্রন্থাগারে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার পত্রিকা বা মুখপত্র রক্ষিত আছে। এগুলি প্রত্যেকটিই ছিল দান করা বা donated Journal। বর্তমানে Combat law নামক Journal ক্রয় করা ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে।

(1) পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগার সোম থেকে শনিবার ১২টা থেকে ৪টা অবধি পাঠকদের জন্য খোলা থাকে। এখানে উল্লেখ্য সরকারি ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও পাঠকদের সুবিধার্থে প্রত্যেক শনিবার গ্রন্থাগার খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(2) গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য কোনো Entry fee লাগে না। কেবলমাত্র একটি আবেদন পত্র পূর্ণ করতে হয়।

(3) Xerox করার সুবিধা পাওয়া যায়।

(4) মহিলা ও শিশু বিষয়ে সংবাদপত্রের ক্লিপিংস সংক্রান্ত পরিষেবা পাওয়া যায়।

(5) মহিলা কমিশনের মুখপত্র 'নারীকণ্ঠ' এবং অন্যান্য প্রকাশনা মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে থেকেই পাওয়া যায়।

(6) মহিলা ও শিশু সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের পোস্টার এই গ্রন্থাগারের বিশেষ আকর্ষণ।

অভিনন্দন

ভারতী মুৎসুদ্দি (মুখার্জ্জী) ঃ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের প্রাক্তন সদস্যা আইনজীবী মাননীয়া ভারতী মুৎসুদ্দি (মুখার্জ্জী) হুগলী জেলার হরিপাল বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক পদে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর সাফল্যে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন সানন্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

রেখা গোস্বামী ঃ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সম্পাদিকা এবং সংগ্রামী নেত্রী মাননীয়া রেখা গোস্বামী বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার 'স্বনিযুক্তি ও স্বনির্ভর গোষ্ঠি'র মন্ত্রকের মন্ত্রীপদের দায়িত্ব পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন এই সাফল্যে সানন্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে এবং নারীদের স্বনির্ভরতার জন্য তার বাস্তব পরিকল্পনা রূপায়ন বিশেষভাবে কার্যকরি হবে এই আস্থা প্রকাশ করেছে।

মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে বিষয়ভিত্তিক কিছু বইয়ের তালিকা ❑ *বিষয় ঃ মুসলিম মহিলা*

বই-এর নাম	লেখক/সম্পাদক	প্রকাশক/প্রকাশ কাল
1. Knowing our rights : Women, family laws and customs in the Muslim world.		Women Living Under Muslim Laws. 2003
2. My voice shall be heard : Muslim Women in India 2003.	Syeda Saiyidain Hameed	Muslim Women's Forum, 2003
3. Voice of the voiceless : Status of Muslim Women in India.	Syeda Saiyidain Hameed	National Commission for Women, 2000
4. Primary Education among low income Muslims in Kolkata : Slum dwellers of Park Circus (Working paper series on literacy and Primary education, No. 1)	Zakir Husain	Institute of Development Studies Kolkata, 2004
5. Muslim friends, their faith and feeling : An introduction to Islam.	Roland E Miller	Orient Longman, 2000
6. The Qur'an, Women and modern Society	Asghar Ali Engineer	Sterling Publishers, 1999
7. Problems of Muslim Women in India	Asghar Ali Engineer *ed.*	Orient Longman, 1995
8. Purdah and the status of women in Islam	Alashari	Mohit, 1999 (Reprint)
9. Muslim Women : emerging identity	Saukath Azim	Rawat, 1997
10. Muslim Women's Choices : Religious belief and Social reality	Camillia Fawazi El-Solh and Judy Mabro	Berg, 1994
11. Islam and Muslim History is South Asia	Francis Robinson	O.U.P., 2000
12. Educational backwardness among Muslim Women in Calcutta : a sociological perspective. (Xerox copy)	Maksuda Khatun	National Book Agency, 1994

বি. দ্র. পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগার সোম থেকে শুক্র ও মাসের প্রত্যেক শনিবার সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত পাঠকদের জন্য খোলা থাকে।

মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে বিক্রয়ের জন্য মহিলা কমিশনের বিভিন্ন প্রকাশনা ও অন্যান্য কিছু বইয়ের তালিকা

বি. দ্র. নিম্নলিখিত বইগুলি মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে বিক্রয়ের জন্য রাখা আছে। কোন ব্যক্তি যদি এই বইগুলি কিনতে আগ্রহী হন তাহলে তাঁরা মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে যোগাযোগ করতে পারেন।

বই-এর নাম	লেখক/সম্পাদক	প্রকাশক	মূল্য
১। মেয়েদের চোখে আইন ও আইনের চোখে মেয়েরা।	যশোধরা বাগচী ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী, *সম্পাদক*	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন	৩০৲
২। ধর্ষণ ও আইন	মালিনী ভট্টাচার্য ও স্মিতা খাটোর	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন	২০৲
৩। আইনি অধিকার জানুন-১ ঃ পণ দেব না পণ নেব না (পণপ্রথা নিরোধক আইন)	ভারতী মুৎসুদ্দি	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস	২০৲
৪। আইনি অধিকার জানুন ২ ঃ ছেলে কি মেয়ে ? (ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়বিরোধী আইন)	মালিনী ভট্টাচার্য	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস	২৫৲
৫। Implementing Vishaka : a status report		W. B. Commission for Women & Sanhita.	
৬। A Study of Family Courts in West Bengal	Flavia Agnes	West Bengal Commission for Women Rs. 100/- (Institution) Rs. 30/- (Individual)	
৭। শিশুকন্যা ঃ এই সময়ে এই মুহূর্তে সমস্যা ও সহায়	গৈরিকা ঘোষ	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস	৫০৲
৮। পথে বিপদে ঃ মেয়েদের নিরাপত্তা	ভাস্বতী চক্রবর্তী	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও এবং আলাপ	৬০৲
৯। বর্তিকা : মৈত্রেয় ঘটক (১৯৪১-২০০৩)	মহাশ্বেতা দেবী, *সম্পাদক*	মহাশ্বেতা দেবী, *সম্পাদক*	১২০৲
১০। প্রাচীন ভারতে নারী	রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতা ভট্টাচার্য	মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।	২০৲
১১। স্বাস্থ্যের অধিকার নিজের হাতে নেবার পথে	কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	৩৫৲
১২। Services for girls and young women with disabilities in Kolkata	Jeeja Ghosh	School of Women's Studies, Jadavpur University	Rs. 25/-
১৩। Expanding dimensions of dowry		AIDWA	Rs. 40/-
১৪। Women and Security		Indian association for Women's Studies	Rs. 10/-
১৫। In Retrospect : War-time memories and Thoughts on Women's movement	Vidya Munsi	Manisha	Rs. 200/-

দীপলেখা সেনগুপ্ত ও শুভ্রা ভদ্র

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলার কমিশনের পক্ষে ডঃ যশোধরা বাগ্‌চী কর্তৃক প্রকাশিত ও অক্ষর লেজার, ২, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।